গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)

ভূমিকা ঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুনিয়াতে শুভাগমনে অন্যান্য নবীগণের নবুয়তের যুগ ও ধর্ম রহিত হয়েছে এবং ইসলাম ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনীত ধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে তাঁর ওয়ারিস হিসেবে বেলায়াতপ্রাপ্ত হয়ে অসংখ্য ওলী আউলিয়া দুনিয়াতে আগমন করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমন করতে থাকবেন। এসকল আউলিয়া ও মাশায়েখগণের সম্রাট হলেন গাউসুল আযম বড়পীর হযরত সায়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী আল হাছানী ওয়াল হোছাইনী (রাঃ)।

জন্ম ঃ

ইরানের জিলান বা গিলান নামক শহরের ছোট্ট এক শস্য শ্যামল সবুজ বন বিথী ঘেরা নায়েফ বা নিকবা নামক গ্রামে ৪৭১ হিজরী মোতাবেক ১০৭৭ খৃঃ ১লা রমযান সোমবার সোবহে সাদেকের সামান্য পূর্বে অলীকুল সম্রাট গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম হযরত সৈয়দ আবু সালেহ মুছা জঙ্গীদোস্ত (রহঃ) এবং মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ সওমায়ী।

শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

গাউসুল আযম (রাঃ) মাতৃগর্ভেই আল্লাহর ওলী ছিলেন- তুরিকতের ভাষায় যাকে মাদারজাদ ওলী বলা হয়। গাউসুল আযম (রাঃ)-এর আম্মাজান বলেন- "আমার কোল জুড়ে যখন আব্দুল কাদের জন্ম গ্রহণ করে- তখন ছিল রমযান মাস। আর এ পুরো রমযানে দিনের বেলায় কখনো আবদুল কাদের আমার বুকের দুধ পান করেনি"। শৈশবেই গাউসুল আযম (রাঃ)-এর আব্বাজান ইন্তেকাল করেন। সুতরাং বুযর্গ নানা হযরত আবদুল্লাহ সাওমেয়ী (রহঃ) ইয়াতীম নাতীকে পরম আদরযত্নে প্রতিপালন করেছিলেন। তিনি যখন খেলার মাঠে যেতেন- হঠাৎ গায়েবী আওয়ায শুনতেন "হে মুবারক সন্তান! তুমি আমার দিকে আস"। এ আওয়ায শুনে তিনি খেলার খেয়াল পরিত্যাগ করে সোজা মায়ের কোলে এসে বসতেন।

গাউসুল আযমকে (রাঃ) বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে মক্তবে পাঠানো হলে তিনি নিজেই ঐ অবস্থার কথা এভাবে বর্ণনা করেন- আমি যখন মক্তবের উদ্দেশ্যে পথ চলতাম, তখন আমার পিছুপিছু ফিরিশতারা চলত। আমি তাঁদেরকে দেখতাম। আর আমি যখন মক্তবে গিয়ে পৌছতাম, তখন তাঁরা বারবার একথা বলতো- "আল্লাহর ওলীকে বসবার জন্য জায়গা করে দাও"। ওস্তাদজী গাউসুল আযমকে (রহঃ) প্রাথমিক স্তরের ছাত্র মনে করে আউযুবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ সবকদান করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়- গাউসুল আযম (রাঃ) আউযুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, আলিফ লাম- মিম- থেকে শুরু করে ১৮ পারা- মতান্তরে ১৫ পারা কোরআন শরীফ মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। ওস্তাদজী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- বাবা! তুমি কেমন করে ১৮ পারা কোরআন মুখস্ত করলে? তিনি উত্তরে বললেন- "আম্মাজান ১৮ পারা কোরআনের হাফেযা ছিলেন, আমি গর্ভে থাকাকালীন সময়ে তার মুখে তেলাওয়াত শুনেশুনে মুখস্ত করে ফেলেছি।

উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন

কিশোর গাউসুল আযম (রাঃ) একদিন একটি গাভী নিয়ে মাঠে যাচ্ছিলেন। গাভীটি পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ করে মানুষের মত আওয়ায করে আরবীতে বলে উঠলো- **"ইয়া আবদাল কাদের! মা লিহাযা খুলিকতা ওয়ালা বিহাযা উমিরতা"** -অর্থাৎ, হে আবদুল কাদের! একাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়নি এবং এজন্য তোমাকে আদেশও করা হয়নি"। গাভীর মুখে এ আরবী সতর্কবাণী শুনে গাউসুল আযমের হৃদয়সাগরে জ্ঞান পিপাসার তরংগাভিঘাত যখন উত্তরোত্তর বেড়েই চলল, তখন তিনি পূণ্যবতী মাতার সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন! আম্মা, আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে শরীয়ত ও তুরীকতের শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমি বাগদাদ গমনের ইচ্ছা রাখি। মা সানন্দচিত্তে তাতে সম্মতি দেন। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ বৎসর এবং বৃদ্ধা মায়ের বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর। বৃদ্ধা জননী নিজের ভবিষ্যত খেয়াল না করেই সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও মঙ্গল কামনা করে স্বামীর সঞ্চিত ৪০টি দীনার গাউছে পাকের জামার বগলের নীচে সেলাই করে দেন এবং বিদায়ের সময় সন্তানকে একটি উপদেশ দেন- **"হে বৎস! সর্বদা সত্যকথা বলবে এবং সত্যের উপর অবিচল থাকবে। কেননা, সত্যবাদীতাই মানুষকে সব পাপ ও বিপদ থেকে রক্ষা করে"**। গাউছেপাক বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানার জন্য শেষবারের মত মায়ের কদমবুছি করে বাণিজ্য কাফেলার সাথে শরিক হলেন।

হামাদান ছেড়ে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হতেই এক বিপদ এসে উপস্থিত হলো। অশ্বারোহী ৬০ জন ডাকাত বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণ করল এবং সব লুট করে নিয়ে গেলো। ডাকাতদের একজন এসে গাউছে পাককে তাচ্ছিল্যের সাথে বললো- ওহে বালক! তোমার কাছে কিছু আছে কি? মায়ের আদেশ মত তিনি বললেন- **"আমার জামার আস্তিনের ভেতর সেলাই করা ৪০টি দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা আছে"**। একথা শুনে ডাকাতসর্দারের মনে ভাবান্তর দেখা দিল এবং বললো- তুমি সত্যকথা না বলে বরং দীনারের কথা গোপন করতে পারতে। গাউছেপাক বললেন- **"মা বলেছেন- সত্যকথায় মুক্তি পাওয়া যায়। মায়ের পদতলে বেহেস্ত। তাই আমি মায়ের কথা রক্ষা করেছি"**। গাউছেপাকের একথা শুনে ডাকাত সর্দার আহমদ বদভী কেঁদে ফেললো এবং বললো- হায়! একবালক মায়ের কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেনি- আর আমরা খোদার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে ডাকাতি করছি। বৎসরের পর বৎসর নাফরমানী করে চলছি। একথা বলেই সব ডাকাতরা গাউছেপাকের কদমে লুটিয়ে পড়লো এবং খালেছ দিলে তওবা করলো। বাহজাতুল আছরার প্রণেতা হযরত আবুল হাছান নুরুদ্দিন (রহঃ) বলেন, ডাকাতদল গাউছেপাকের হাতে তওবা করে রিয়াযতে মনোনিবেশন করেন এবং আল্লাহর ওলী হয়ে যান। এ জন্যই কোন সাধক বলেছেন-

নেগাহে ওলী মে ইয়ে তাছির দেখি
বদলতি হাজারোঁ কি তাকদীর দেখি।

অর্থাৎ- আল্লাহর ওলীদের নেক নযরের মধ্যে এমন তাছির রয়েছে যে, এক মুহূর্তে হাজারো লোকের তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়।

ইলমে যাহের ও ইল্‌মে বাতেন শিক্ষা

গাউছেপাক (রাঃ) ৪০০ মাইল অতিক্রম করে ৪৮৮ হিজরীতে ১৮ বৎসর বয়সে বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘ ৮ বৎসর কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্, আরবী সাহিত্য- ইত্যাদি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি লাভ করেন। গাউছেপাক যেসব ওস্তাদের কাছে বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেছেন- তাঁদের মধ্যে ফকিহ কাযী আবু সাঈদ মোবারক মাখযুমী ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও অলী। গাউছেপাক (রাঃ) তাঁর কাছেই বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তরিকত জগতে তাঁর খলিফা নিযুক্ত হয়ে অলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। ২৫ বৎসর বয়সে গাউছেপাক শরীয়ত ও তরিকতের যাবতীয় বিদ্যা সমাপ্ত করেন। তারপর ২৫ বৎসর রিয়াযত করে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সংসারী হন।

ওয়ায নসিহত ঃ

ঐ বৎসরেই গাউছে পাক (রাঃ) কে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে সাতবার থুথু মোবারক জিহবায় ঢেলে দেন এবং হযরত আলি (রাঃ) দেন ছয়বার। ঐদিন থেকেই তিনি ওয়ায নসিহত শুরু করেন এবং তাঁর জবানে থুথু মোবারকের এমন তাছির হলো যে, প্রতিটি মজলিসে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হতো। প্রায় চারশত বিজ্ঞ আলেম ও পণ্ডিত তাঁর ওয়ায লিখে রাখতেন।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি ঃ

গাউছেপাক (রাঃ) প্রথম জীবনে বিবাহের খেয়াল পরিত্যাগ করেছিলেন। কারণ- সংসার জীবনে দ্বীনের কাজে কিছুটা ব্যাঘাত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে একটি মহান সুন্নাত বাদ পড়ে যায় বিধায় নবীজীর নির্দেশে তিনি চারটি বিবাহ করেন এবং চার বিবির ঘরে ২৭ জন পুত্রসন্তান এবং ২২ জন কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। গাউছেপাক নিজ হাতে প্রত্যেক সন্তানকে যাহেরী বাতেনী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন।

গাউছে পাকের ইন্তিকাল ও বেছালে হক্ব প্রাপ্তি

প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে গাউসুল আযম (রাঃ) তাঁর ইন্তিকালের সময় সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। আর পরিবারের সদস্যরা এ সংবাদ জানতে পেরে সকলেই শোকার্ত ও চিন্তান্বিত হয়ে কান্নাকাটি করতে থাকেন। ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৬ ইং ১লা রবিউসসানি তাঁর অসুখ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি নতুন করে গোসল করেন এবং এশার নামায আদায় করেন। নামায শেষে দোয়া করেন এবং উম্মতে মোহাম্মদীর গুনাহ মাফের জন্য দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটি করেন। অতঃপর গায়েবী একটি আওয়ায ভেসে আসলো! **"হে প্রশান্ত আত্মা! নিজের পরোয়ারদিগারের দিকে ফিরে আস এমন অবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর হাশরের দিনে আমার প্রকৃত বান্দাগণের দলে শামিল হয়ে আমার বেহেস্তে প্রবেশ কর"**। (সুরা আল ফজর শেষাংশে)। এ আওয়ায শুনে গাউছে পাক বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ৫৬১ হিজরীর ১১ই রবিউসসানী সোমবার পূর্বরাতে বাদে এশা গাউছে পাক (রাঃ) লক্ষ লক্ষ মুরিদ ও পরিবার পরিজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ৯০ বৎসর বয়সে বেছালে হক প্রাপ্ত হন বা ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই তিরোধানকে চিরজাগ্রত করে রাখার উদ্দেশ্যে সমগ্রবিশ্বে প্রতি বৎসর এই তারিখেই "ফাতেহা -ই- ইযাযদাহাম" বা ওরছে গাউছুল আযম শরীফ পালন করা হয়।